তারিখ 02 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

03

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাবোর্ডগুলোর মূল সনদপত্র ইস্যু প্রসঙ্গে কিছু প্রস্তাব

এদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো স্বাধীনতার উত্তরকালে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ৩/৪ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল-কলেজে "মূল সনদপত্র" বিতরণের লক্ষ্যে প্রেরণ করত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছর পর হঠাৎ করে সঠিক সময়ে "মূল সনদপত্র" ইস্যু ও বিতরণের পরিবর্তে অর্থের বিনিময় "সাময়িক সনদপত্র" ইস্যুর প্রথা প্রবর্তন করা হয়। এ অনিয়মিত প্রথা চালুর প্রেক্ষিতে এখন "মূল সনদপত্র" সঠিক সময়ে ইস্যু ও বিতরণের গরজ বোর্ডগুলো মনে করেন না। মূল সনদপত্রের অভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন পেশা, চাকুরী ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। এমন কি দেশের অভ্যন্তরে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন পেশামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মার্ক সীট ও টেস্টেমোনিয়াল অগ্রাহ্য করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক সনদপত্র-এর ভিত্তিতে ভর্তির আবেদনপত্র ও চাকুরীর নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা বিবেচনা করেন।

এসব ছাড়াও এ আধুনিক যুগে পুরাতন ধাঁচে "মূল সনদপত্র" তৈরীর পরিবর্তে একই "মূল সনদপত্রটি"কে দু'অংশে বিভাজন করে এক পাতার পরিসংখ্যান ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজী "সনদপত্র" তৈরী ও ইস্যু করা প্রয়োজন। কেননা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে ইংরেজী "সনদপত্র" অধিকতর প্রাধান্য পায়।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন এক অভিভাবক তাঁর সন্তানের "সাময়িক সনদপত্র" সংগ্রহের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলেও ঐ সব বোর্ড কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর অতিক্রম হলেও তা ইস্যু ও প্রেরণের গরজ মনে করেন না। নিরুপায় হয়ে আবেদনকারী বা অভিভাবকদের তা সংগ্রহের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে মোটা অংকের অর্থকড়ি খরচ করে ধরনা দিতে হয়।

এক্ষেত্রে উপমাস্বরূপ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মহেশখালীর এক অভিভাবক তার সন্তানের "সাময়িক সনদপত্র" কুমিল্লা বোর্ড হতে সংগ্রহের লক্ষ্যে রিক্সা, লঞ্চ, বাস, ট্রেন ভাড়া, হোটেল খরচ, সেলামী খরচ, ব্যাংক ড্রাফট খরচ বাবদ ২,০৪০ টাকা সর্বসাকুল্যে ব্যয় করতে বাধ্য হন। এতে একটি "সাময়িক সনদপত্র" সংগ্রহ বাবদ খরচ দাঁড়ায় ২,০৪০ টাকা। এভাবে অভিভাবক মহল সাময়িক সনদপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে মোটা অংকের অর্থ খেসারত দিচ্ছেন। তা শিক্ষা বিস্তারে কতটুকু সহায়কতা একটু ভেবে দেখার কেউ আছেন কি?

এরূপ অনিয়মিত "সাময়িক সনদপত্র" ইস্যুর প্রথা চালু রাখাতে বোর্ডের ১৯৯১ সন হতে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত সকল শিক্ষাবোর্ডের প্রায় ৩০ লাখ "মূল সনদপত্র" ইস্যু ও বিতরণ বকেয়া পড়ে আছে।

উল্লেখিত অনিয়ম ও অভিভাবকের ভোগান্তি ও খেসারত নিরসনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সুবিবেচনা করার জন্য সদাসয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছিঃ

১। পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেন কার্ডগুলো বাধ্যতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজে প্রেরণ করা।

২। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে স্ব-স্ব স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী ইস্যু ও বিতরণ করা।

৩। "সাময়িক সনদপত্র" ইস্যুর বর্তমান প্রথা রহিত করে "মূল সনদপত্র" পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ৬ মাসের মধ্যে ইস্যু ও বিতরণ করা।

৪। "মূল সনদপত্র" একই পাতায় বাংলা ও ইংরেজী দুই অংশে বিভক্ত করে পরিসংখ্যান ভিত্তিক তৈরীসহ ইস্যু ও বিতরণ করা।

৫। "মূল সনদপত্র" প্রাপ্তি সাপেক্ষে টেস্টেমোনিয়াল ও পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে গণ্য করা।

—টুটুল;
বাটালী হিল সরকারী কলোনী,
টাইগার পাস, চট্টগ্রাম।